Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 233 - 241
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কণা বসু মিশ্রের গল্পভুবন : একটি আলোচনা

সুজিত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sujitmondal909@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Kana Basu Mishra, short stories, romantic stories, Social-stories, Married life stories, women's life stories, Juvenile stories, Artistic Vision.

Abstract
Kona Basu Mishra has been writing literature since the seventies, yet she remains in the background of the Bengali readership. He entered the world of Bengali literature by writing short stories. She wrote three hundred short story and many novels. Woman are the centre of she story writing. A woman writer, she feels, can't talk about girls the way male writers can. Countless woman have flocked to she novel and short stories. Those Woman have a different-difficulties in life and suffering. Even though women's words are predominant in the writer pen, Kana Basu Mishra cannot be called a feminist writer; Rather she is a woman-loving writer. The woman in her stories are modern but do not cross the boundaries of social reform beliefs. Her story is an unheard story of the tireless woman solders suffering from the war called duty in the helpless, deprived, degraded world of woman. Besides, he has revealed various problems of society in her story. Social ill like superstition, religion are the subject of her story. Her stories are romantic at the beginning of creation. But with mature age there is a change in the romantic mind. Even under the same roof, the aspects of love, complications, bitterness, conflict of married in an educated civil society is depicted in her stories. Also she wrote stories for children. Basically, he created juvenile literature. The adventures of the teenage mind, the curiosity to unravel the detective-like mystery, the reckless mentality aspects come out her stories. Kana Basu Mishra's varied story dynamics will be discussed in detail below.

Discussion

বাঙালি পাঠকের কাছে কণা বসু মিশ্র (১০ই মার্চ, ১৯৪৬) খুব একটা পরিচিত নন। অথচ, তিনি সত্তর দশক থেকে সাহিত্যরচনায় ব্রতী। ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। লিখেছেন তিনশোধিক ছোটগল্প এবং বহু উপন্যাস। স্কুলজীবন থেকেই তিনি গল্প বানানোর খেলায় মেতে ওঠেন। রূপকথার বদলে ধীরে ধীরে বাস্তব মানুষের জীবন তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'এক অ-কবির ডায়েরিতে' (১৯৬১) প্রকাশিত হয়। তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয় অসমে। অসমের নিসর্গ প্রকৃতির মাঝে নিজের সৃজনশীল সত্তাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর রচনায় অসমের প্রকৃতি, নদ-নদী, পাহাড়ের প্রসঙ্গ বারবার আসে।

উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর কলকাতায় আগমন। স্নাতকস্তরে ভর্তি হন বালিগঞ্জের ‘মুরলীধর গার্লস কলেজ’এ। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় ‘রায়বাড়ি ও সিংহাসনের মামলা’ গল্প লিখে প্রথম হয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বাণী রায়। কলেজ ম্যাগাজিন ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখতেন। বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ধরে ‘দেশ’ পত্রিকার জন্য গল্প লেখেন। ‘দেশ’ পত্রিকার দপ্তর থেকে দুইবার গল্প ফেরত পাঠায়। তৃতীয় গল্পটি মনোনীত হয়; গল্পের নাম ‘লেডিস কম্পার্টমেন্ট’ (১৯৬৫)। তিনি ছিলেন বিমল করের স্নেহধন্য। এছাড়া কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও গুণীজনদের সান্নিধ্য তাঁর লেখনী ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন ‘তুলির কিছু সময়’ (১৯৮০), এবং প্রথম উপন্যাস ‘ওরা সবাই’ (১৯৭৭)। লেখক হওয়ার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন -

> “কি করে লেখক হলাম জানি না। কোন রোমান্টিক মনের যন্ত্রণা থেকে কলমটাকে ভালোবেসেছিলাম, তাতো জানি না। একটা বোহেমিয়ান মন যে কখনও থামতে জানে না, নিজের মধ্যে হারিয়ে নিজেকেই খুঁজে বেড়ায়।”[১]

অবিরত আত্মানুসন্ধানই লেখক হওয়ার বড় উদ্দেশ্য। সৃষ্টির প্রারম্ভপর্বে কণা বসু মিশ্রের গল্পগুলি প্রেমমূলক। কলেজ জীবনে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শোনা বা দেখা প্রেমকাহিনি ছিল তাঁর গল্পের বিষয়। কিন্তু পরিণত বয়সের সঙ্গে রোমান্টিক মনের বাঁকবদল ঘটেছে। সাধারণ রোমান্টিক গল্পের পরিবর্তে প্রেমমনস্তত্বের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। ‘ঊর্মি’ গল্পে ঊর্মি-সুগত-জয়ন্তানুজের ত্রিকোণ সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক জটিলতা প্রতিফলিত। ঊর্মির সঙ্গে সুগতর প্রেম কলেজ জীবনে। বিবাহের জন্য তারা পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়, তবুও প্রেমের একটা তাগিদ রয়ে যায়। বেকার সুগত চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য দিল্লি রওনা দেয়। সুগতর অনুপস্থিতিতে বিবাহের জন্য পরিবারের চাপ, একাকীত্ব, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় জর্জরিত ঊর্মির জীবনে আকস্মিক উপস্থিত হয় জয়ন্তানুজ। ঊর্মির অতীতের আশাহত যন্ত্রণার নাম জয়ন্তানুজ। যৌবনের প্রথম দিনগুলোতে পরস্পরের মনে জন্মেছিল ভালোলাগা। কিন্তু জয়ন্তানুজের প্রেম নিবেদন করার ভীরুতায় ঊর্মির অষ্টাদশী মন হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। সেই জয়ন্তানুজ বহু বছর পর প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। দোলাচল মনে বর্তমান প্রেমিক সুগতর প্রতি ভালোবাসার গভীরতা মাপতে গিয়ে দেখে সেখানে কেবলই বালির চর। সঙ্গলাভের প্রয়োজনে সুগতর সঙ্গে প্রেম। স্বভাবে সম্পূর্ণ পরস্পরের বিপরীত। সুগতর কাছে প্রেম-ভালোবাসা কেবল সময়ের অপচয়, তার চেয়ে অনেক শ্রেয় শরীরী খেলা-

> “চোখে চোখে তাকিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার মতন ছেলে সুগত নয়। তার চেয়ে অনেক শ্রেয় ঊর্মির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শরীরের উত্তাপটুকুর স্বাদ নেওয়াটাকে সে অনেক বেশি মূল্য দিয়ে থাকে।”[২]

শরীর সর্বস্ব সম্পর্কে ঊর্মির মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অসুস্থ সম্পর্কের পরেও ঊর্মি মনস্থির করে জয়ন্তানুজের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করা। কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকা ঊর্মি যথারীতি জয়ন্তানুজের বলা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়। কারণ ঊর্মির কাছে পৃথিবীর সব প্রেমিক পুরুষই সমান। পুরুষের প্রেমশিখা দ্রুত নিভে গিয়ে নারী শরীর লোভী হয়ে পড়ে। তাই ভবিষ্যতের অজানা পথে পাড়ি দিতে বেকার সুগতর চেয়ে মোটা বেতনের জয়ন্তানুজ শ্রেয়। ঊর্মির শরীরটা কেবল এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের হাতবদল হবে। বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে প্রেম হয়েছে শরীরী খেলা ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা পাওয়া। প্রকৃত ভালোবাসা নয়, প্রেমকে অবলম্বন করে আত্মস্বার্থচরিতার্থ করাই উদ্দেশ্য।

প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা বর্তমান সময়ে মুখোমুখি হলে দুইজনের মধ্যে দেখা দিয়েছে মনস্তাত্বিক জটিলতা। ‘সংলাপের মধ্যে’ গল্পে পৌলমী ও শুভায়ু যৌবনের প্রেম সামাজিক নানা বাধা বিপত্তির কারণে পরিণতি পায়নি। দীর্ঘ পনেরো বছর পর দুইজনের সাক্ষাৎ। সময়ের গতিতে দুইজনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক্ষণে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণায় দুজনেই আবেগতাড়িত। পরস্পরকে না পাওয়ার দুঃখবোধের মধ্যেই নিজেদের বর্তমান জীবন কতখানি সুন্দর সেই খেলায় দুজনেই মেতে ওঠে। বাস্তবে দুজনেই অসুখী, মেকি জীবন তুলে ধরলেও তাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত।

পরকীয়া প্রেমের নিদারুণ পরিণতির গল্প ‘নীলাঞ্জনা’। এক সন্তানের জননী রায়া মধ্যবয়সী শমীকের সঙ্গে দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে ক্লান্ত। প্রেমহীন শূন্যজীবনে উন্মাদনা পেতে রায়া নীলাঞ্জনের সঙ্গে পরকীয়ায় মত্ত হয়। প্রেমে অধিকারবোধের

দাবি এবং নিশ্চিত নিরাপত্তা হারানোর ভয়ে রায়া নীলাঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে। একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতার অবসাদে ভুগতে থাকে নীলাঞ্জন। প্রেমে স্বার্থসর্বস্ব অসুস্থতার দিকটি গল্পে আলোচ্য।

শরীর সর্বস্ব প্রেমের আরেক গল্প 'আজকাল'। রমেন ও পারমিতার কলেজ প্রেম। কলেজে বদ্ধ ঘরে পারমিতাকে সঙ্গম করতে প্রেম উপচে পড়ে। কিন্তু পারমিতা গর্ভবতী হলে সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে রমেন। দায়িত্ব, কর্তব্য এলে মধুর ভালোবাসা তিক্ত সম্পর্কে পরিণত হয়। এছাড়া 'সোনিয়া', 'বাজী', 'চেনা ফুলটুসি' গল্পগুলিতে সদ্য যৌবনে পা রাখা তরুণ-তরুণীর প্রেমজীবন চিত্রিত হয়েছে।

লেখক সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী। একজন সুলেখক কখনো সমাজকে অতিক্রম করে সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। কণা বসু মিশ্র একজন দায়বদ্ধ শিল্পী, তাঁর গল্পে সমাজের নানান সমস্যা প্রকটিত। একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে। গ্রাম, শহর নির্বিশেষে কুসংস্কারের কারণে বহু মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। তেমনই এক গল্প 'শোষণ'। পরাণের স্ত্রী নবাহ্নি তিনবার গর্ভবতী হলেও সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। পরাণের বিশ্বাস, নবাহ্নির প্রতি তার বন্ধু নজরার মনে গোপন ভালোবাসা ছিল। মাঠে দুইজনে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে নজরা মারা যায়। নজরার অতৃপ্ত আত্মা নবাহ্নির উপর ভর করেছে, তাকে বাবা হতে দিচ্ছে না। অপদেবতার নজর এড়াতে সাধু-গুণিনের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস -

> "গুণিনের মন্তরের জোরে কত বাঁজার ছেলে হয়। ধাই নাড়ি কাটতি না কাটতি মা মা বলে কেঁদে ওঠে। গুণিন যে সাক্ষাত ধন্বন্তরী-ডাক্তার বদ্যি তার কাছে হার মেইনে যায়। ডাক্তার বদ্যির সাধ্য আছে ভুত তাড়ানোর।"[৩]

'জ্যান্ত ছেলের বাপ হতে' পরাণ নিজের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে নবাহ্নিকে নিয়ে এসেছে ষাটোর্ধ্ব গুণিনের কাছে। বহু মানুষের ভাগ্যবিধাতা গুণিন ট্যারা চোখে নবাহ্নিকে আপাদ-মস্তক দেখে লাল ছোপ পরা দাঁতে রহস্যের হাসি খেলে। ঝাঁড়ফুক করার অছিলায় নতুন কাপড়ের প্রয়োজনে গুণিন পরাণ ও হুদোবালাকে গ্রামে পাঠায়। সেই সুযোগে ভীত, বিস্ময়া নবাহ্নিকে একা পেয়ে গুণিন তাকে ধর্ষণ করে। উতপ্ত বালির উপর গুণিনের পাশবিক অত্যাচারে নবাহ্নি বিধ্বস্ত। কামচরিতার্থর পর গুণিন বলে –

> "কউ গো পরাণ ভাই, পুজো শেষ। ঘরের বউ কে ঘরে নিয়ে যাও।"[৪]

ধ্বস্ত নবাহ্নিকে দেখে পরাণের চওড়া বুকে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; তার দৃঢ় বিশ্বাস এবার সে 'জ্যান্ত ছেলের বাপ হবে'। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, লোকবিশ্বাসের কারণে আমাদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসে। কিছু ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামির কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

ধর্মের ভেকধারীদের আসল মুখোশকে কণা বসু মিশ্র তাঁর গল্পে খুলে দিয়েছেন। পরিশ্রমহীন অর্থোপার্জন, সামাজিক সম্মানের জন্য অনেক অসাধু ধর্মের ভেক ধরে। 'রাধারানী' গল্পে গণেশ জাতিতে ভুঁইমালী। নীচু বংশে জন্মের কারণে সমাজের উপেক্ষায় অপমানিত বোধ করে গণেশ ভুঁইমালী। তার মাথা চাড়া দেয় সামাজিক সম্মান প্রাপ্তির। ভবঘুরে গণেশের সেই আশা পূরণ হয় বৃন্দাবনে। সে দেখে বৃন্দাবনে সাধু-সন্ন্যাসীরা রাধা নাম জপ করা বিনামূল্যে খাদ্য ও অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সকলেই সম্মান করছে। গেরুয়া বস্ত্রের অপব্যবহার করে নিজের স্বার্থচরিতার্থ করার মনস্থির করে -

> "বৃন্দাবনের বাজার থেকে একখানা ধুতি কিনল গণেশ। তারপর দোকানে সেটা চুবিয়ে নিতেই গেরুয়া হয়ে গেল। তার গায়ের লং ক্লথের পাঞ্জাবীটাও গেরুয়া রঙ করে ফেলল গণেশ। সে চুল কেটে ন্যাড়া হল। পেছনে রাখল ছোট টিকি। এরপর তিলকমাটি ঘষে ফোঁটা তিলক কেটে পাক্কা সাধু বনে গেল।"[৫]

সাধু সাজে গ্রামে ফিরে গণেশ বড় মন্দির বানায়। গণেশ সাধুর অলৈকিক ক্ষমতার মাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে প্রণামী বাক্সখানি অর্থে ভরে ওঠে। ধর্মের ভেকধারী গণেশ পারেনি মনের বাসনা সংযম করতে। তাই সকলের অগোচরে শহরে গিয়ে আমিষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভোজন করে এবং রাত্রে চটুল নাচ দেখে। গণেশের ধর্মব্যবসা নিয়ত ফুলে ফেঁপে ওঠে। গেরুয়া বসনের অপার ক্ষমতা গণেশ সেদিন অনুভব করে যেদিন জমিদার বাড়ির গিন্নিমাকে অভ্যাসবশত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে গেলে-

> "ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, করিস কী? করিস কী গণেশ! তুই যে এখন অন্য গণেশ। আর পায়ে হাতে নয়- গিন্নিও উল্টো দুহাত আকাশে তুলে পেন্নাম করলো। ছিঃ গণেশ! গেরুয়ার তো একটা মর্যাদা আছে? তুই তো তার কাছে ঠাঁই পেয়েছিস আমাদের তো কিছুই হল না রে।"[৬]

ধর্মের ভেকধারীরা মানুষের ভক্তিকে পুঁজি করে আত্মস্বার্থসিদ্ধি করে। অসৎ সাধুদের জন্য আমাদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কার আজ অবক্ষয়ের মুখে।

পণপ্রথা সমাজের আরেক ব্যাধি। কণা বসু মিশ্র 'পণ চাই পণ' গল্পে ভয়ঙ্কর এই ব্যাধির কবলে বিপর্যস্ত নারীর জীবন চিত্রিত। মেয়ের বিয়ের সম্পূর্ণ পণ মেটাতে না পারায় শ্বশুরবাড়ির সমস্ত আক্রোশ পড়ে সুচেতার উপর। সুচেতার কাছে শ্বশুরবাড়ি হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। অত্যাচার এতটাই চরমে পৌছায় যে বাড়ির বধূকে বিষ দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সুচেতার প্রতিবাদীসত্তা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

পণপ্রথাকেন্দ্রিক এক ভিন্নধর্মের গল্প 'ছেলে বিক্রি'। মাতৃহীন আহ্লাদীর বিয়ের পণ জোগাড় করতে নিজের সর্বস্বটুকু বিক্রি করে গুবড়ে। এমনকি বরকর্তার অতি চাহিদা মেটাতে গুবরে নিজেকে মহাজনের কাছে বন্ধক রাখে। লেখক এখানে সমাজের গতানুগতিক প্রথা থেকে বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলের পিতা পণের পাওনা বুঝে নবদম্পতিকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়লে বেঁকে বসে ছেলে মদন। পিতার কর্মে লজ্জিত পুত্র বলে-

> "হেথা মানুষজন যারা রইছ শোন, আমার বাপ কুড়ি হাজার টাকায় আমার শ্বশুরের কাছে আমাকে বেচে দেছে। আমি এখন এবাড়ির কেনা গোলাম। এদের বাড়ি খাটব। এদের কথায় চলব।"[৭]

পণপ্রথায় ছেলেকে কিনে নেয় মেয়ের পিতা। নির্মলের মত প্রতিবাদী যুবকের চিন্তাভাবনায় আমাদের সমাজের একদিন পরিবর্তন হবে।

কণা বসু মিশ্র দাম্পত্য জীবনকেন্দ্রিক বহু গল্প রচনা করেছেন। একই ছাদের নীচে থেকেও দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসা, জটিলতা, তিক্ততা, মনোদ্বন্দ্বের দিকগুলি গল্পে উঠে এসেছে। দাম্পত্য জীবনের গল্পগুলি প্রায়ই নাগরিক পটভূমিতে রচিত। শিক্ষিত নাগরিক সমাজে ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্যজীবন তাঁর গল্পে চিত্রিত। 'ফারাক' গল্পে উৎসা ও দীপকান্তের তিরিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে দেখা দিয়েছে জটিলতা। সংসারে স্বামী-সন্তানের জন্য সর্বস্বটুকু উজাড় করে দিয়ে উৎসা জীবনের একপ্রান্তে এসে অনুভব করে সে নিঃস্ব। ব্যস্ত দীপকান্তের জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ক বলতে -

> "শুধু হঠাৎ কোনোদিন খেয়াল হল নেশাগ্রস্ত দীপকান্ত ময়াল সাপের মত পেঁচিয়ে ধরছে ওকে। এইতো ছিল ওদের প্রেম আর সংসার।"[৮]

সঙ্গে দীপকান্ত নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভুত্ব ফলিয়ে উৎসার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই নিজের হাতে সাজানো সংসার ছেড়ে নতুন করে বাঁচার তাগিদে উৎসা তার বন্ধু শ্রীজয়ের সঙ্গে নবসূচনার জন্য অজানা পথে পা রাখে। প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনে যন্ত্রবৎ সম্পর্ক পালনের ভঙ্গুর দিকটি গল্পে উঠে এসেছে।

লেখকের কলমে দাম্পত্য সম্পর্কে অসুস্থ বিকৃত মানসিকতার দিকটি প্রতিফলিত। 'কথায় কথায়' গল্পে সৌরদীপ ও রুপার দাম্পত্য জীবন বলতে একই ছাদের নীচে পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলা। পরকীয়া সম্পর্কের বাসনা থাকলেও সৌরদীপ সামাজিক মান-মর্যাদার জন্য পিছিয়ে আসে। অন্যদিকে তাদেরই ফ্ল্যাটে অর্থবান শৌভিক রুপার প্রতি দুর্বল। বিকৃত মানসিকতার দুই পুরুষ নিজেদের যৌনস্বাদের পরিবর্তনের জন্য বউ বদলের ইচ্ছা প্রকাশ করে -

> "পাল্টাপাল্টির খেলাটা চলুক তাহলে? দেখা যাক দুজনের এক্সপেরিমেন্টে কে বেশি সফল হয়। আপনি না আমি? বলুন বউ পাঠাচ্ছেন কবে?"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দাম্পত্য সম্পর্কে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পাই আমরা এই গল্পে।

কণা বসু মিশ্রের কিছু গল্পে দাম্পত্যজীবনের মনস্তত্ত্বের দিকটি প্রকাশিত। 'বন্ধন' গল্পে সঞ্জয় ও শ্রীরূপার দাম্পত্যজীবন বারো বছর পূর্ণ হয়। বিশেষ দিনটিকে উদযাপন ও স্মরণীয় করতে বাইরে কাটানো মনস্থির করে। বাইরের প্যাঁচপ্যাঁচে বৃষ্টির অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশ এখানে প্রতীকী - এই পরিবেশ দুজনের দাম্পত্যজীবনের প্রতিচ্ছবি। দুজনের মনেই প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়, এই দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে তারা পরস্পরের কাছ থেকে কি পেল? সঞ্জয়ের অন্তঃসংলাপে জিজ্ঞাসা-

> "কি পেলাম এই বারো বছরে? একটি সংসার দুটি ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী? এর মধ্যেই কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। শুধু সংসার সংসার, দায়িত্ব দায়িত্ব।"[১০]

টেবিলের অপরপ্রান্তে থাকা শ্রীরূপার আত্মজিজ্ঞাসা -

> "তাকে পেয়ে সঞ্জয় কি অসুখী? বারো বছরের এই এতগুলো দিন ধরে সঞ্জয় কে সে বুঝেছিল, জেনেছিল, সে কি কেউ নয়? সঞ্জয় কি বোঝেনি তাকে? তবে ওরা কিসের ঘর করল এতোদিন? কি পেল ওরা এই বারো বছরে।"[১১]

মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনের সংকটকে লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার কারণে তারা বিবাহবিচ্ছেদের পথে যেতে পারে না; শত জটিলতার মধ্যেও ভালোবাসাশূন্য জীবনে কেবল দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে বেঁচে থাকে।

অসমবয়সী দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েনের গল্প 'আমি বুড়ো হতে চাই না'। পঞ্চাশের বিপত্নীক জ্যোতিশঙ্কর নিঃসঙ্গতা কাটাতে বিবাহ করে বাইশ বছরের সর্বাণীকে। অসমবয়সী দাম্পত্য সম্পর্কে একজনের অভিভাবকসুলভ নিরাপত্তা, অন্যজনের কেবল মানিয়ে চলা। জ্যোতিশঙ্করের সঙ্গে পা মেলাতে সর্বাণী নিজের প্রাণবন্ত মনটাকে গাম্ভীর্যের মুখোশ পড়িয়ে রাখে। অন্যদিকে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' সম্পর্কে নাকাল জ্যোতিশঙ্কর। শেষ বয়সে পাওয়া দাম্পত্য সুখের জন্য জ্যোতিশঙ্কর আরো কিছু বছর বাঁচতে চায়। কিন্তু অসমবয়সের দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় নানান জটিলতা ও অনিশ্চয়তা। জ্যোতিশঙ্করের বয়সোজনিত অক্ষমতার কারণে সর্বাণীর যৌবন কুঁড়ির মতো কাঁদে। জৈবিক চাহিদার অপূর্ণতার সঙ্গে সর্বাণী ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ভোগে। সে অনুভব করে কিছু বছর পর তাকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে। তার সন্তানরা নিজের পিতাকে ঠিকভাবে চিনতেও পারবে না। দুই দম্পতির মনের মিল থাকলেও বয়স তাদের সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

কণা বসু মিশ্রের সাহিত্য মূলত নারীজীবনকেন্দ্রিক। সমাজের বিভিন্নপ্রান্তে থাকা সকল শ্রেণির নারীর জীবনযন্ত্রণার কথা তাঁর গল্পের আলেখ্য। তাঁর লেখনীর মুখ্যভাগে নারী হলেও তিনি উগ্র নারীবাদী নন, বরং তিনি নারীদরদী। তিনি তাঁর গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি হওয়া অত্যাচার, অবহেলা, বঞ্চনায় নিগৃহীত নারীর প্রতিবাদের মাধ্যমে উত্তরণের কথা বলেছেন। তাঁর গল্পের নারীরা পরনির্ভরশীল হয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে জীবনে বাঁচতে চায় না; নারীরা আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরও মাথা উঁচু করে নারীর বেঁচে থাকার গল্প 'বাঁচা'। পিতৃহীন জয়ন্তী দাদ-বৌদির সংসারে করুণার পাত্রী হয়ে বাঁচতে চায়নি। আর্থিক স্বাবলম্বী হতে স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি দুটো টিউশন পড়ায়। সংসার নির্বাহের জন্য উপার্জনের অর্ধেক টাকা দাদার হাতে তুলে দেয়। তবুও দাদা-বৌদির কাছ থেকে শুনতে হয় কটূক্তি। বাঁচার জন্য জয়ন্তী ঘরে-বাইরে লড়াই করে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে জয়ন্তীকে ভোগ করতে চায় -

> "জানোতো আজকাল চাকরি রাখতে গেলে স্কুলের কর্তৃপক্ষের মন রাখতে হয়। হে, হে। তা কর্তৃপক্ষ বলতে তো আমি।"[১২]

দাদ-বৌদি জয়ন্তীর নিশ্চিত ছাদটুকু কেড়ে তাকে অনাশ্রিতা করে। এমন সংকটপূর্ণ অবস্থাতেও জয়ন্তী অবিচলিত; সে চাঁদের আলোয় দেওয়ালে লেখা বিপ্লবের বাণী পড়ে – 'বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।' জয়ন্তীর মতো লড়াকু মেয়েদের বাঁচার পথ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সহজ নয়। আশ্রয়হীনা জয়ন্তীর চারপাশে পুরুষের লালসার জাল পাতা-তবুও সে আশাহত না হয়ে দিনের শুরুর সঙ্গে নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে নেয়।

সুষ্ঠভাবে বাঁচতে নারী চায় নিজস্ব পরিচয়, নিজস্ব ঠিকানা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব ঠিকানা নেয়। নারী পিতা-স্বামী-পুত্রের পরিচয়ে পরিচিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে নারী নিজের পরিচয় নিজেই তৈরি করে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীর নিজস্ব ঠিকানা গড়ে তোলার গল্প 'শতরুপার ঠিকানা'। ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামে বাস শতরুপার। অভাবী ঘরে সুন্দরী ও মেধাবী হয়ে জন্মগ্রহণ করা তার জীবনের বড় অভিশাপ। মেধাবী শতরুপার উচ্চশিক্ষার খরচ জোগাতে না পারলে পরিবারের লোক তাকে বিবাহের হাটে বিক্রি করে। কিন্তু শতরুপার দুচোখে ছিল স্বনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন। অচেনা পুরুষের কর্তৃত্বে পরাধীনভাবে সারাজীবন কাটানোর চেয়ে মৃত্যু তার কাছে অনেক বেশি কাম্য। পরাশ্রিত জীবন থেকে বাঁচতে বিবাহের রাত্রে কলকাতায় পালিয়ে আসে। শুরু হয় বেঁচে থাকার সংগ্রাম। রাস্তায় নামলে পুরুষের ব্যঙ্গবিদ্রুপ তাকে ক্ষতবিক্ষত করে -

> "লেখাপড়া দিদিমণি ভাতারের ভাত খায় না, কেউ কেউ সিটি দেয়। বিকৃত গলার স্বরে বলে, আসবে নাকি? ঘর খালি। কেউ বলে, যাব নাকি রাত্রে তোমার ঘরে? কত তোমার রেট?"[১৩]

শতরুপার মতো অসহায় নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে সমাজের সকল শ্রেণির কামান্ধ পুরুষদের লালসা লালায়িত। টিউশনির স্বল্পমূল্যে দিনাতিপাত করা কঠিন তাই সে বিজ্ঞাপণের মডেলের কাজে যোগদান করে। সেখানে কোম্পানির উদ্ধর্তন কর্তা হোটেলে একরাতের বিনিময়ে শতরুপাকে কাজের প্রস্তাব দেয়। স্বাভিমানী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শতরুপা কোম্পানির কর্তা বা ইভটিজারদের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। স্বনির্ভর হতে শতরুপার মত নারীরা শরীরকে পুঁজি করে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিন তার নিজস্ব পরিচয়, নিজস্ব ঠিকানা হবে।

ঘরে-বাইরে পুরুষের অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচার আরেক গল্প 'বাঁচবার তাগিদ'। বস্তিবাসী আসমানীর স্বামী যতীন রিকশা চালিয়ে উপার্জনটুকু নেশাতেই খরচ করে। তাই সংসার চালানোর সকল দায় এস পড়ে আসমানীর কাঁধে। আসমানী জানে কামিনের কাজে নারীর ইজ্জত হারাতে হয় তবু কামিনের কাজে কয়েকটি বেশি টাকায় সংসার সচ্ছলভাবে চালানোর জন্য সে কামিনের কাজেই যোগদান করে। পূর্বে স্বামীর পাশবিক অত্যাচার সহ্য করলেও বর্তমানে স্বাবলম্বী আসমানী স্বামীর অন্যায় অত্যাচারে প্রতিবাদ করেছে -

> "তোর টাকা আমার কী কাজে নাইগবে? আমার গাঁটের পয়সা খরচ করে আমি মদ্দা পুষতেছি।"[১৪]

উপার্জন ক্ষমতায় আসমানীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছে, তাই সে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারে 'মদ্দা পুষতেছি'। ঘরে মাতাল স্বামীর অত্যাচার, বাইরে নারী শরীরলোলুপ পুরুষের হাত থেকে বাঁচার প্রতিনিয়ত লড়াই। আসমানী একজন বুড়ো রাজমিস্ত্রীর অধীনে কামিনের কাজ করে। পিতৃবয়সী রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কাজে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। কিন্তু সে জানে না নারীমাংসের জন্য যেকোনো বয়সের পুরুষ পশুত্বের আচারণ করতে পারে। কামাতুর বুড়ো রাজমিস্ত্রী আসমানীকে বশ করতে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের রঙীন স্বপ্ন দেখায়। আসমানীও চেয়েছিল স্বামী-সন্তান নিয়ে এক সুখের সংসার। স্বপ্নালু আসমানীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বুড়ো রাজমিস্ত্রী তাকে অক্টোপাসের মত পেঁচিয়ে ধরে। সুখের স্বপ্ন, বুড়োর ঘামের গন্ধ, খৈনির গন্ধ আসমানীকে নেশা ধরায়। নিজের শরীরটা বুড়োর কাছে সমর্পণ করতে গিয়েও শেষমুহূর্তে চৈতন্য ফিরে পায়। সম্বিত পেয়ে দেখে, যে স্তনে তার সন্তানের অধিকার তা এখন বুড়োর মুখে। প্রচণ্ড ঘৃণায় বুড়োকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে আসমানী বলে -

> "শালা খানকির ছেলে, তুই আমার চরিত্তির নষ্ট করতে চাস, গতর রইচে খেটে খাব। জান দোব, তবু মান দোবনি।"[১৫]

আসমানীর মতো নারীরা নিজেদেরকে পণ্যের মতো বিক্রি করে না। কঠিন কঠোর মাটিতে টিকে থাকতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কণা বসু মিশ্রের গল্পের নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শত প্রাচীন বদ্ধ নীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। নারীকে চার দেওয়ালে বন্দী করে রাখার নিয়মনিগড়কে ধূলিসাৎ করে বিজয়কেতন উড়িয়েছে। নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের জীর্ণ নিয়ম বদলানোর গল্প ‘বদল’। গুণধরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মঙ্গলা। রোগে শয্যাশায়ী গুণধর, তাই সংসারের উপবাসী মানুষের মুখে অন্নসংস্থানের দায় মঙ্গলার। উপার্জনের জন্য মঙ্গলা যাত্রাদলে নাম লেখায়। দ্রৌপদী সাজে মঙ্গলাকে দেখে -

> “পঞ্চপাণ্ডব ছাড়াও আরো কত পুরুষের মাথা ঘুরে যায়! পুরুষের লোভী চোখের ছোবল মঙ্গলা হাড়ে হাড়ে টের পায়।”[১৬]

প্রত্যেক যুগেই দুঃর্যোধন, দুঃশাসনরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে। মঙ্গলার জীবনে দুঃশাসন যাত্রাদলের অধিকারী। অসহায়ত্বের সুযোগে নিয়ে মঙ্গলাকে শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দিতে দ্বিধা করে না। কামান্ধ পুরুষ সম্পর্কে মঙ্গলা সচেতন, সে জানে-

> “ওর যৌবন যতদিন থাকবে, ততদিনই না অধিকারীর। পুরুষ মানুষ মেয়ের শরীর চায়, মন চায় না।”[১৭]

দর্শকের লুভিষ্টি দৃষ্টি এড়িয়ে, অধিকারীর অশ্লীল প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেও মঙ্গলাকে স্বামীর কাছ থেকে শুনতে হয় ‘বেশ্যা’ ডাক। স্ত্রীর উপার্জনে জীবননির্বাহে অক্ষম গুণধরের পৌরুষত্বে আঘাত হানে। যাত্রামঞ্চে অধিকারির সঙ্গে কণ্ঠলগ্না মঙ্গলার ছবি গুণধরকে হিংস্র করে তোলে। প্রথম স্ত্রীকে বিষ দিয়ে হত্যা করলেও স্বাবলম্বী মঙ্গলার উপর প্রভুত্বের ছড়ি ঘোরাতে পারে না। একদিন দাম্পত্য কলহে স্ত্রীর মুখে পৌরুষত্বহীনতার কথায় ক্ষিপ্ত গুণধর বল্লম নিয়ে মঙ্গলাকে হত্যা করতে যায়। বল্লম ছোঁড়ার চরম মুহূর্তে মঙ্গলা স্বামীর উপর ঝাঁপিয়ে বলে-

> “অমন সোয়ামীর মুখে আগুন। তোর ঘর করবনি। আমি কি অক্ষম? যাত্রাদলে আধা সাইজলি বিশটা টাকা পাই।”[১৮]

স্বাবলম্বীতায় মঙ্গলাকে স্বামী নির্ভরতা ছেড়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার সাহস জুগিয়েছে। গ্রাম্য পরিবেশে সমাজকে উপেক্ষা করে ভদ্র ঘরে বধূ হয়েও যাত্রাদলে অভিনয় করার সাহাস সমাজের বদ্ধ নিয়মের সংস্কারে বদল আনার দিকটিকে সূচিত করে।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবলে আমরা অত্যাধুনিক যুগে বাস করি। সভ্যতার উন্নতি ঘটলেও চিন্তাভাবনায় আমরা এখনো সেকেলে। লিভ টুগেদার বা লেসবিয়ান সম্পর্ক আমাদের সমাজে এখনো একপ্রকার ব্যাধি। এ সম্পর্কে আমরা মুক্তভাবে কথা বলতে পারি না। লেখক ‘ওরা দুজন’ গল্পে সমাজের সেই স্টিরিওটাইপ ভাবনাকে ভেঙেছেন। গল্পে দেখি মধুশ্রী কন্যা সম্প্রদানে বিশ্বাসী নয়। বিবাহের দিন ছাদনাতলায় বসেছে, সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করেছে, স্বামীর হাতে সিঁন্দুর পরেছে, কিন্তু গোত্রান্তর পরিবর্তন করেনি। স্বামি ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিতে চায়লে স্বাবলম্বী মধুশ্রী প্রতিবাদ করেছে -

> “ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব আবার কী? আমি তো একটা চাকরি করি। দুজনের ফিফটি-ফিফটি আয়ে সংসার চলবে তাই তো কমিটমেন্ট ছিল তাই না।”[১৯]

বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীর সঙ্গে মতান্তর ঘটায় মধুশ্রী পারিবারিক অশান্তি বা আইনি ঝামেলায় না গিয়ে হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে। পিতা-মাতার কাছে আশ্রয় নিলে মধুশ্রীর উপর উপদেশের বাণী বর্ষিত হয়। একজন সহনশীল, গুণবতী, নম্র নারীর কর্তব্য সম্পর্কে তার মা জ্ঞান দেয়; সকলের ধারনা মধুশ্রীর জন্যই সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে। প্রতিনিয়ত সতী নারীর কর্তব্য জ্ঞানে মুখরিত পিতামাতার আশ্রয় ছেড়ে মধুশ্রী স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে বাঁচা শুরু করে। জীবননির্বাহের জন্য সে ব্যবসা শুরু করে, তার পার্টনার হয় সৃজলীনা। তারও পুরুষের প্রতি প্রবল অবিশ্বাস। পুরুষের আশ্রয় ছাড়া দুই প্রাপ্তবয়স্ক নারীর একই ফ্ল্যাটে বাস করা সমাজ ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। সকলেই ওদের দুজনকে লেসবিয়ান বলে সমাজে একঘরে করতে চেয়েছে। সমাজের কুৎসায় ভ্রূক্ষেপ না করে মধুশ্রীর উত্তর -

> “মুখ বন্ধ করার কি দরকার? যারা নোংরা ঘাঁটতে ভালোবাসে তারা নোংরা ঘাটুক।”[২০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার কণা বসু মিশ্রের কিছু গল্পে নারীরা সমাজের মান-মর্যদার ভয়ে, সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, নিশ্চিত নিরাপত্তা হারানোর ভয়ে পুরুষের সকল অত্যাচারকে মুখ বুজে সহ্য করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে পায়ের শিকল ঝনঝনিয়ে ওঠে।

কণা বসু মিশ্র ছোটদের জন্য গল্প রচনা করেছেন। মূলত তিনি কিশোর সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। 'ভূতুড়ে গাড়ির যাত্রী' তাঁর কিশোর গল্প সংকলন। কৈশোর মনের অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা রহস্য উদঘাটনের কৌতূহলতা, বেপরোয়া মানসিকতার দিকগুলি তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। পাঠ্যবই ও টিউশনির চাপে কিশোর তার কৈশোরত্ব হারিয়ে ফেলছে। অভিভাবকরা কিশোর মনের প্রতি যত্নশীল না হয়ে শিক্ষার প্রতিযোগিতায় ঘোড়াদৌড় করায়। কিশোর মনকে বুঝতে না চাওয়ার গল্প 'কেউ বোঝে না'। পড়াশুনা, অভিভাবকের প্রত্যাশার চাপে কিশোর মন ওষ্ঠাগত। তাই রাজার মনোইচ্ছাপূরণে কোনো অলৌকিক শক্তিই ভরসা -

> "একবার যদি কোনো দেবতার সঙ্গে রাজার দেখা হয়ে যায়, ও তাহলে প্রথমেই বায়না ধরবে, কিছু বাড়ি দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের জন্য কিছু খেলার মাঠ করে দাও না।"[২১]

বর্তমান সময়ে কৈশোরকাল থেকে খেলার মাঠ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। নম্বর আনার প্রতিযোগিতায় ক্লাসের সহপাঠী হয়ে উঠছে চরম শত্রু। অসুস্থ এক মানসিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি আমরা কৈশরকালকে।

অভিভাবকদের অতিরিক্ত শাসন কিশোর মনে বিরুপ প্রভাব ফেলে। কৈশোরকালে স্বাভাবিক স্ফুরণে ব্যহত হলে তার প্রভাব পরবর্তীকালে দেখা যায়। 'তাতার জ্যাঠামশায়' গল্পে দেখি রাশভারী, কঠোর জ্যাঠামশায় পড়াশুনার বাইরে খেলাধূলা, গল্পের বই পড়াকে অযৌক্তিক মনে করে। ফলে তাতা একাকীত্বে ভুগতে থাকে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ঘরবন্দী করায় কৈশোরের প্রাণবন্ততাকে ছিনিয়ে নিয়ে অবসাদের মুখে ঠেলে দেয়।

আবার কণা বসু মিশ্রের গল্পের কিশোরদের পাঠ্যবইয়ের বাইরে অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা কাহিনি তাদের প্রিয়। তারাও হতে চায় ফেলুদা, ব্যোমকেশ। লেখক তাঁর গল্পে কিছু ক্ষুদে গোয়েন্দার সৃষ্টি করেছেন। তেমনই এক গোয়েন্দাসুলভ কিশোরের গল্প 'মেলা থেকে হারিয়ে'। ভুটুন পরিবারের সঙ্গে মেলা দেখতে গিয়ে অন্যমনস্কতার জন্য হারিয়ে যায়। ভুটুন ভয় না পেয়ে শান্ত মনে ভাবে ফেলুদা বা ব্যোমকেশ এমন বিপন্ন পরিস্থিতিতে কি করতো। শান্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ভুটুন বুদ্ধির জোরে কীভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার পেল, একদল ডাকাতকে কীভাবে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল তাই বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে কিশোররা মারকাটারি হিন্দি সিনেমায় ডুবে থাকে; সেখানে ভুটুনের গোয়েন্দা গল্পপ্রেম সমাজের ইতিবাচক দিকটিকে তুলে ধরে।

হাসির মোড়কে চিত্রিত আরেক কিশোর গোয়েন্দার গল্প 'বুদ্ধর আবিষ্কার'। এই গল্পে বাড়ির আচার চোরকে হাতেনাতে পাকড়াও করে বুদ্ধ। পাশাপাশি কণা বসু মিশ্র কিছু অলৌকিক গল্প রচনা করেছেন। 'ভূতুড়ে গাড়ির যাত্রী', 'পাহাড়ী রাস্তা', 'রাত্রি' ভৌতিক গল্প।

কণা বসু মিশ্রের সাহিত্য বিষয়বস্তুতে বৈচিত্রময় তবুও তিনি পাঠকের অন্তরালে। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন -

> "আশির দশকের বাংলা সাহিত্য তিনজন ক্ষমতাসম্পন্ন লেখিকাকে সামনে এনেছে। সত্তরের দশকে আমরা অবশ্য কবিতা সিংহ এবং কণা বসু মিশ্রের গল্প পেয়েছি। কণা বসু মিশ্রেরও কিছু উত্তীর্ণ গল্পের কথা আমাদের মনে আছে। কিন্তু পারদর্শীতা সত্বেও তাঁদের গল্প যেন পঞ্চাশের দশকের গল্পধারার অনুবর্তন। সেখানে মধ্যবিত্তের মানুষের ছবি, মধ্যবিত্তের একান্ত ব্যক্তিক সংকটগুলির রুপায়ণ, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অসংশয় প্রতিষ্ঠা। দেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিধারার সঙ্গে প্রতি বিন্দুতে মানুষের গল্পকে মিলিয়ে দেখার যে প্রবণতা সত্তরের দশকের চরিত্র, তাঁরা থাকেন কিছুটা সে বৃত্তের বাইরে।"[২২]

সত্তর-আশির দশকের উত্তাল সময়ের প্রভাব সেভাবে না থাকলেও সমকালীন সময়ের ছাপ তাঁর বহু গল্পের বিষয়। কণা বসু মিশ্র এখনো সৃষ্টিশীল। গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে প্রতিনিয়ত তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। বৈচিত্রময় হয়ে উঠুক তাঁর সাহিত্য ভুবন।

Reference:

১. মিত্র, রঞ্জনা, সাহিত্য বিসারী পত্রিকা, লেখনীর ভাষায় জীবনের খোঁজ-কণা বসু মিশ্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১২

২. মিশ্র, কণা বসু, তুলির কিছু সময়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ৯৮

৩. মিশ্র, কণা বসু, সম্বুদ্ধ, প্রমা প্রকাশনী, ওয়েস্ট রেঞ্জ কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ-মে, ১৯৯৭, পৃ. ১৫২

৪. তদেব, পৃ. ১৫৩

৫. মিশ্র, কণা বসু, স্বনির্বাচিত পঞ্চাশটি গল্প, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড়, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ২৬৬

৬. তদেব, পৃ. ২৬৮

৭. মিশ্র, কণা বসু, বন্ধ দরজা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানু, ১৯৯৯, পৃ. ৬

৮. তদেব, পৃ. ৪৫

৯. মিশ্র, কণা বসু, বাছাই গল্প, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড়, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ৭০

১০. মিশ্র, কণা বসু, ভালোবাসার হাটে, গ্রন্থতীর্থ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৮৬

১১. তদেব, পৃ. ৮৮

১২. মিশ্র, কণা বসু, জনারণ্যে একা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ৫৬ সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১১২

১৩. মিশ্র, কণা বসু, মলাটের শেষে, সৃষ্টি প্রকাশনী, ৩৩ কলেজ রোড়, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০১, পৃ. ১১৮

১৪. মিশ্র, কণা বসু, বন্ধ দরজা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানু ১৯৯৯, পৃ. ৭৮

১৫. তদেব, পৃ. ৮২

১৬. মিশ্র, কণা বসু, জনারণ্যে একা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ৫৬ সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৬৪

১৭. তদেব, পৃ. ৬৭

১৮. তদেব, পৃ. ৭০

১৯. মিশ্র, কণা বসু, স্বনির্বাচিত পঞ্চাশটি গল্প, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড় কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ২০

২০. তদেব, পৃ. ২৪

২১. মিশ্র, কণা বসু, ভূতুড়ে গাড়ীর যাত্রী, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড় কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১০ পৃ. ১৬

২২. চক্রবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৯৩